22 MAY 2017

শিক্ষাবান্ধব উপাচার্য চাই

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় | উমর ফারুক

শিক্ষক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো গবেষণা; কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণহীনভাবে কেবল অসম্পূর্ণ দেহ গঠন করতে শশব্যস্ত। গবেষণার জন্য ড. ওয়াজেদ রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকলেও তার কর্মকাণ্ড একেবারেই দৃশ্যমান নয়। অধিকন্তু প্রশ্নবিদ্ধও বটে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড কেবল শ্রেণিকক্ষেই পরিব্যাপ্ত। শিক্ষক সংকটে আনন্দহীন হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। প্রাণ হারাচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। যার ব্যাপক দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে উপাচার্যশূন্য। প্রায় চার বছর হলো কোনো কোষাধ্যক্ষ নেই; প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শূন্য পড়ে আছে উপ-উপাচার্য পদটি। এমন বাস্তবতায়, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সরকারের ভূমিকা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। ২০১৩ সালের ৫ মে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পান অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। আজ থেকে চার বছর আগেই এটা জানা যে, ২০১৭ সালের ৫ মে শূন্য হতে যাচ্ছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, চার বছরের তপস্যায়ও বুঝি একজন উপাচার্যকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি! তাহলে কি ইচ্ছা করেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অভিভাবকশূন্য করে শিক্ষাকে সংকটময় করে তোলা হচ্ছে?

এ কথা সত্য, সমসাময়িক অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে। শিক্ষার মান সূচকে এগিয়ে। তবুও প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নেতিবাচক খবর পড়তে হয়। কষ্ট পাই। সাফল্যের খবরে সে কষ্ট ম্লান করতে চাই। সংকটের সঙ্গে লড়তে লড়তে বড় হওয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কাঁধে অনেক দায়িত্ব আর সামনে সীমাহীন অন্ধকার। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে তার জন্মের আট বছর পার করেছে। পদার্পণ করেছে নবম বর্ষে। বেশ কিছু বিভাগ থেকে দুটি-তিনটি ব্যাচ ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কয়েকজন ইতিমধ্যে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে যোগদানও করেছে।

কিন্তু কেন যেন সমালোচনা পিছু ছাড়ে না প্রতিষ্ঠানটির। পত্রিকার পাতায় নিয়মিত খবর বেরোবির আন্দোলন। আন্দোলন এখানকার নিত্যসঙ্গী। এখানে সরকারদলীয় সমর্থক শিক্ষকদের সংগঠন নীল দল। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজও নিজেদের সরকারি দলের সমর্থক হিসেবে দাবি করে। দুটি দলই নিজেদের মুক্তিযুদ্ধপন্থি, বঙ্গবন্ধুপন্থি ও আওয়ামীপন্থি বলে দাবি জানায়। দল দুটির মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শগত কিছু মিল থাকলেও তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থকেন্দ্রিক কিছু স্পষ্ট বিভেদ বিদ্যমান, যা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিয়ত অসুস্থ করে তুলছে। রুগ্‌ণ করে তুলছে। আর শিক্ষকদের এই বিভেদকে পুঁজি করে উপাচার্যরা প্রশাসক হয়ে উঠছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম কোনো উপাচার্য যার বিরুদ্ধে দুদক মামলা দায়ের করে। ইতিমধ্যে সে মামলায় আদালতে চার্জশিটও দাখিল করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বেরোবির দ্বিতীয় উপাচার্য, যার হাত ধরেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পষ্ট বিভেদ সূচিত হয়েছিল। তার অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সারাদেশকে তৎকালীন সময়ে স্তব্ধ করেছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগার শূন্য করে ফেলেন। বেতন বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি অনিয়মের আখড়ায় পরিণত করেন। তিনি একশ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। অবৈধ নিয়োগ ও আর্থিক অনিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করে ফেলে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়। নৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় বহিষ্কার হন কয়েকজন শিক্ষক ও দু'জন কর্মকর্তা। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় উপাচার্যকে।

শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। নতুন উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। তখন আন্দোলনে উত্তাল পুরো ক্যাম্পাস। কোষাগার শূন্য। অসংখ্য অবৈধ নিয়োগে মৃতপ্রায় বিশ্ববিদ্যালয়টি। ড. নবী বিশ্ববিদ্যালয়কে সংকট থেকে তুলে আনার চেষ্টা করেন। সবাই স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। তিনিও শিক্ষকদের বিভেদকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসক হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে খাদ থেকে পুরোপুরি তুলে আনতে সক্ষম হলেন না।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া উচিত শিক্ষার্থীকে ঘিরে। হওয়া উচিত শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রতিফলন কতখানি হয়েছে তা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ আট বছরে তার গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চালু করতে পারেনি। আর একটু স্পষ্ট করে বললে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রয়োজনবোধ করেনি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো গবেষণা; কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণহীনভাবে কেবল অসম্পূর্ণ দেহ গঠন করতে শশব্যস্ত। গবেষণার জন্য ড. ওয়াজেদ রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকলেও তার কর্মকাণ্ড একেবারেই দৃশ্যমান নয়। অধিকন্তু প্রশ্নবিদ্ধও বটে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড কেবল শ্রেণিকক্ষেই পরিব্যাপ্ত। শিক্ষক সংকটে আনন্দহীন হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। প্রাণ হারাচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। যার ব্যাপক দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।

সংকট আর সমস্যা কেন যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যকার সঙ্গী। নানাবিধ অভ্যন্তরীণ কারণে গত আট বছর আগে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছিল আজও তার সমাধান কল্পরাজ্যে। কখনও কখনও মনে হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা সম্পদ নয়, অন্য কোথাও। অনেকের কাছেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সংকট উপাচার্যকেন্দ্রিক। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পক্ষ এখন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত। দীর্ঘসময়ে উপাচার্যের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে শিক্ষকদের। দূরত্ব বাড়ছে শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাক্তন উপাচার্যদের আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে শিশুকালেই একটি প্রতিষ্ঠান অনেকখানি অক্ষম হয়ে পড়েছে।

খুব শিগগির বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাবক প্রয়োজন। অন্যথায় সমস্যা আরও বাড়বে। সেশনজট বাড়বে। সমাধানে একজন সৎ, যোগ্য ও দক্ষ উপাচার্য আবশ্যক। যিনি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়বান্ধব। হবেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবান্ধব।

faruque1712@gmail.com